Rs. 2.00
মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : VII Issue :III,15th June, 2018 আষাঢ়,১৪২৫,বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/ 46375

আমাদের বিনম্র
শ্রদ্ধাঞ্জলি

রাজা রামমোহন রায়
জন্ম - ২২শে মে,১৭৭২
(মতান্তরে - ১৭৭৪)
মৃত্যু - ২৭শে সেপ্টেম্বর,১৮৩৩

পবিত্র ঈদের
প্রীতি
শুভেচ্ছা
ও
অভিনন্দন

৯ই মে রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন
শ্রীমতি পম্পী চৌধুরী ও শৌর্য ভট্টাচার্য

রামমোহন রায়ের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য

রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্যে

১৩৪০ সালে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন —

হে রামমোহন, আজি শতেক বৎসর করি পার
মিলিল তোমার নামে দেশের সকল নমস্কার।

মৃত্যু - অন্তরাল ভেদি' দাও তব অন্তহীন দান,
যাহা কিছু জরাজীর্ণ তাহাতে জাগাও নব প্রাণ।

যাহা কিছু মূঢ় তাহে চিত্তের পরশমণি তব
এনে দিক উদ্‌বোধন, এনে দিক শক্তি অভিনব।

-ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ-

আগামী ৩১.০৭.২০১৮ মঙ্গলবার ১৩ তম বাৎসরিক সাধারণ সভা সংস্থার কার্যালয়ের দ্বিতলে বিমল চ্যাটার্জী সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হবে বিকেল ৫টায়। সকলের উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

-ঃ আলোচ্য সূচী ঃ-

১। ১২তম বার্ষিক সভার বিবরণী। ২। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ২০১৭-১৮। ৩। ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরের আয় - ব্যয়ের হিসাব। ৪। পরবর্তী বছরের পরিচালন কমিটি গঠন। ৫। পরবর্তী বছরের হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ। ৬। পরবর্তী বছরের কর্মসূচী গ্রহণ। ৭। বিবিধ।

ধন্যবাদান্তে

দীনেশ মিত্র
সম্পাদক

-ঃ এক স্বর্ণালী সন্ধ্যা ঃ-

বাংলা ১৪২৫-কে আমরা জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সঙ্গে যৌথভাবে বরণ করে নিলাম। গত রবিবার ১লা বৈশাখ ১৪২৫ (১৫ এপ্রিল) চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী বেথুন ইন্সটিটিউট এবং জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়াকার্স ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে বিমল চ্যাটার্জী সভাগৃহে বিকালে বাৎসরিক মিলনোৎসব পালিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রস্তাবক শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী সবাইকে স্বাগত জানিয়ে দুই সংস্থার দীর্ঘদিনের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। তিনি প্রয়াত বিমল চ্যাটার্জি সহ জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়াকার্স ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের দুরদৃষ্টির প্রশংসা করেন। কারণ বহু আগেই তাঁরা প্রবীণ নাগরিকদের সমস্যার কথা উপলব্ধি করে তার সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন। শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী আরও বলেন যে যেহেতু বর্তমানে আমরা প্রতিনিয়ত অবক্ষয়ের মুখোমুখি হচ্ছি এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় উন্মাদনা বিপদের সৃষ্টি করছে, তাই ধর্মনিরপেক্ষ এই বর্ষবরণ বা মিলনমেলা অনুষ্ঠানের এটাই প্রকৃষ্ঠ সময়। দলমত নির্বিশেষে সকল ধর্মের মানুষের এই উৎসবই পারবে ধর্মের মোহের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে।

আনুষ্ঠানিকভাবে অনুষ্ঠান শুরু হয় শ্রীমতী শিখা রায় চৌধুরীর "বর্ষশেষে" আবৃত্তি দিয়ে। তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের সময়োপযোগী কবিতাটি আবৃত্তি করেন।

এরপর সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র জয় ইঞ্জিনিয়ারিং এর দীর্ঘ শ্রমিক আন্দোলনের কথা স্মরণ করেন। তিনি যুগান্তকারী আন্দোলনের সেই দীপ্ত ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করেন। বেথুন ইন্সটিটিউটের সৃষ্টি এবং বর্তমানের অগ্রগতি যে ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের অবদান তা মনে করিয়ে দেন। গত এক বছরে জয় ইঞ্জিনিয়ারিং যে সমস্ত কর্মচারী পরলোকগমন করেছেন, তাদের উদ্দেশ্যে তিনি শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন এবং সভা এক মিনিটের নীরবতা পালন করে।

এরপর সভার সভাপতি শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে পয়লা বৈশাখের তাৎপর্য বর্ণনা করেন। তিনিও বেথুন ইন্সটিটিউট এবং জয় ইঞ্জিনিয়ারিং এর যৌথ যাত্রার কথা উল্লেখ করেন।

সভাপতির আহ্বানে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রী অরিন্দম মুখোপাধ্যায় বক্তব্য পেশ করেন। তিনি প্রথমে বাংলা নববর্ষের ইতিহাস বর্ণণা করে বলেন যে মহামতি আকবরের উদ্যোগেই এই নতুন সৌর বর্ষের শুরু এবং তাঁর জন্যই আন্তর্জাতিক গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের সাথে বাংলা বর্ষের সাযুয্য স্থাপিত হয়েছে। তিনি তীব্র ভাষায় সামাজিক-রাজনৈতিক ধর্মীয়করণের প্রচেষ্টার নিন্দা করেন। এই প্রসঙ্গে, তিনি আরও বলেন যে এপার বাংলাও সেই মঙ্গলযাত্রা শুরু হয়েছে। জয় ইঞ্জিনিয়ারিং এর কর্মচারীদের দীর্ঘ সংগ্রামের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে এই ধরণের মিলনোৎসব ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পথ দেখাবে।

এরপর শুরু হয় আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। করবী লাহিড়ী এবং প্রিয়তমা ঘোষ দুটি কবিতা পাঠ করে উৎসবের মূল সুরটি বেঁধে দেন। ডাঃ কৃষ্ণা হালদারের সুললিত কণ্ঠে তিনখানি সংগীত সকলের মনোরঞ্জন করে। শ্রীমতী শুভা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বরচিত কবিতা "নববর্ষ" উপস্থিত দর্শকদের প্রভূত প্রশংসা অর্জন করে। শ্রীমতী পূরবী গুপ্ত তাঁর স্বরচিত কথিকা "দুদন্ড" পাঠ করে আমাদের মোহিত করে দেন। তাঁর কণ্ঠের ধ্বনিমাধুর্য, কথিকাটির বিষয় বৈচিত্র আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। কথিকাটি অজান্তে কবিতা হয়ে ওঠে।

সর্বশেষে শ্রী ভাস্কর সেনগুপ্ত, উদাত্ত কণ্ঠে, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, এবং ডি. এল. রায়-এর তিনখানি ভিন্ন স্বাদের গান গেয়ে দর্শক মহলে আলোড়ন ফেলে

দেন। তাঁর গানের রেশ ধরে, "ঐ মহা সিন্ধুর ওপার থেকে কে ডাকে আমারে" - দিয়েই আমাদের ঐ স্বর্ণালী সন্ধ্যার অবসান হয়।

প্রতিবেদক
গৌতম রায় চৌধুরী

"ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে"—

১৪২৫-এর ২৫শে বৈশাখের সন্ধ্যায়, কবিগুরুর ১৫৮তম জন্মজয়ন্তীর উৎসবে আমাদের মূল সুর ছিল ধর্মান্ধতা এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ।

অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল আমাদের সদস্যা শ্রীমতী সরস্বতী সরকারের দুখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে। এরপর সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী সময়োচিত সংক্ষিপ্ত স্বাগত ভাষণে উপস্থিত দর্শকদের বরণ করে নেন।

প্রারম্ভিক ভাষণে শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী আজকের দিনে রবীন্দ্রচর্চার প্রাসঙ্গিকতা বিবৃত করেন। তিনি উল্লেখ করেন মানুষই ছিল কবির কাছে দেশের আসল পরিচয়, দেশের ভূগোল নয়। এই মনুষ্যত্বের অবমাননায় কষ্ট পেলেও হতাশা যেন আমাদের গ্রাস না করে। প্রসঙ্গত তিনি "সভ্যতার সংকট" রচনাটির উল্লেখ করেন, যেখানে কবি তাঁর ৮০ বছরের জন্মদিনে দৃঢ় প্রত্যয়ে ঘোষণা করছেন যে, "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।"

এরপর প্রধান অতিথি, ১১১ নং ওয়ার্ডের পৌরপিতা, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কর্মী শ্রী চয়ন ভট্টাচার্য তাঁর সুললিত ভাষণে "বর্তমান সাম্প্রদায়িকতা এবং রবীন্দ্রনাথ" সম্বন্ধে বিস্তারিত বলেন। তিনি বর্তমান অস্থির সময়ে কেন রবীন্দ্রনাথ আমাদের দিশারী হবেন তা বিশ্লেষণ করেন। ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করে তিনি কবির সংগ্রাম চরিত্র তুলে ধরেন। আমাদের সমাজের ধর্মান্ধতা, জাতিভেদপ্রথা এবং সর্বপরি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি যে কবির ঘোর অপছন্দ ছিল তা "গোরা", "ঘরে-বাইরে" প্রভৃতি রচনা উল্লেখ করে শ্রী ভট্টাচার্য আমাদের সামনে তুলে ধরেন। সমাজতন্ত্রের প্রতি, সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি কবির ভালবাসার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। তাঁর ইতিহাস মনস্ক, চেতনাসমৃদ্ধ ভাষণে আমরা ঋদ্ধ হয়েছিলাম।

শ্রী চয়ন ভট্টাচার্যকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর শুরু হয় আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আমাদের সদস্যা শ্রীমতী পুতুল মৈত্র একটি স্বরচিত কবিতার মাধ্যমে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। স্বকীয়তা এবং আন্তরিকতায় তাঁর নিবেদন সকলের মন কেড়ে নেয়। আমন্ত্রিত শিল্পী শ্রীমতী শিখা রায়চৌধুরী, "মহুয়া" কাব্যগ্রন্থের "সবলা" কবিতাটি আবৃত্তি করেন। তাঁর দীপ্ত কণ্ঠের প্রশ্ন, "নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার, কেহ নাহি দিবে অধিকার"- যেন বিধাতার প্রতি সমগ্র নারী সমাজের প্রশ্ন হয়ে ওঠে। আরেক আমন্ত্রিত শিল্পী শ্রীমতী শাশ্বতী ভট্টাচার্য সুকান্তের একটি কবিতার মাধ্যমে কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। আমাদের এক নতুন সদস্য জনাব জি. এম. আবুবকর "পৃথিবী" কবিতাটি পাঠ করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন শ্রীমান শৌর্য ভট্টাচার্য, শ্রীমতী পম্পি চৌধুরী এবং শ্রী সঞ্জয় চৌধুরী, সকলেই আমন্ত্রিত। শ্রীমান শৌর্য শিক্ষানবীশ হলেও তার কণ্ঠ লাবণ্য শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। শ্রীমতী পম্পি চৌধুরী পরিশালিত কণ্ঠে দুখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন, যা সকলের মন ছুঁয়ে যায়। সভা সমাপ্ত হয় শ্রী সঞ্জয় চৌধুরীর উদাত্ত কণ্ঠের দুখানি সঙ্গীত দিয়ে। বিশেষ করে তাঁর শেষ নিবেদন "খর বায়ু বয় বেগে" শোতৃমন্ডলীকে উত্তাল করে তোলে।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শ্রী গৌতম রায়চৌধুরী।

প্রতিবেদক
গৌতম রায় চৌধুরী।

"আমি চির-বিদ্রোহী বীর"

গত ১১জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫, শনিবার (২৬/০৫/২০১৮) সন্ধ্যায়, আমাদের শাখা অফিস সুবোধ পার্কে, হরিদাস মালাকার ভবনে অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারেও বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী উৎসব পালন করি।

সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্রের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর শ্রীমতী অর্চনা ভাদুড়ীর তিনখানি নজরুলগীতি, দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হয়। শ্রীমতী ভাদুড়ীর গানে অনুষ্ঠানস্থল উৎসব মুখরিত হয়ে ওঠে।

সঞ্চালক শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী উৎসবের মূল সুরটি বেঁধে দেন। তিনি বলেন যে, যদিও নজরুলের সৃষ্টিকর্ম বহুদা বিস্তৃত এবং তা নানাবাঁক ও মোড় নিয়েছে, তবুও তিনি বিদ্রোহী কবি হিসাবেই বেশী পরিচিত। তাঁর বিদ্রোহ শুধু বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধেই ছিল না। সমাজের, জাতির এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেও ছিল। কবির "রাজবন্দীর জবানবন্দী"-র কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে নজরুল কখনো অন্যায়ের সাথে আপোষ করেননি, প্রশংসা বা প্রসাদের লোভে কারও পোঁ ধরেননি। নিজের সম্পাদিত "ধূমকেতু" পত্রিকায় প্রকাশিত "আনন্দময়ীর আগমনে" কবিতাটির জন্য তাঁকে বচ্ছরাধিকাল ইংরেজ কারাগারে কাটাতে হয়। তবু তিনি মাথা নত করেননি। তিনি কখনো বড় হতে চাননি, তিনি চেয়েছিলেন - "যারা, কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটির মুখের গ্রাস" - কবির রক্ত-লেখায় যেন তাদের সর্বনাশ লেখা হয়।

এরপর ১১১ ওয়ার্ডের পৌরপিতা নজরুল সাহিত্য বিশেষজ্ঞ, শ্রী চয়ন ভট্টাচার্য সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন। তিনি প্রথমে নজরুলের সংগীত ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। চল্লিশের দশকে সংগীতের যে বিশেষ ধারা নজরুল গড়ে তুলেছিলেন তা তিনি স্মরণ করিয়ে দেন। "সিরাজদ্দৌলা" খ্যাত শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের বিশেষ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের অবদানের কথা বলেন। তাঁর সংগীতে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধি স্বর সর্বদাই শ্রুত হতো। শ্রী ভট্টাচার্য দেখালেন নজরুল সর্বদাই সংগীতের মাধ্যমে মুসলিমদের শুনিয়েছেন হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব, আবার হিন্দুদের বুঝিয়েছেন ইসলাম ধর্মকথা। সংগীতের সমস্ত ধারায় - কীর্তন, ইসলামি গান, সারি গান, গজল, প্রেম সংগীত, স্বাধীনতা আন্দোলনের নজরুলের ছিল অবাধ বিচরণ। শ্রী ভট্টাচার্যের নজরুলের সংগীতে সর্বপরি সাহিত্যে সমাজচেতনা, স্বাদেশিকতা এমনকি ধর্মও স্থান পেয়েছে। নজরুল ধর্মকে কখনোই প্রাধান্য দেন নি, তবে তিনি ধর্মকে অস্বীকারও করেন নি। নজরুলই সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিকতার বঙ্গানুবাদ করেন। তিনি বলেন বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে আমাদের চর্চা করতেই হবে। তাই আজকের দিনে নজরুল চর্চা অত্যন্ত জরুরি। তিনি ভবিষ্যতে আমাদের চারণকবি মুকুন্দদাসকে নিয়ে আলোচনা করতে অনুরোধ করেন। তাঁর বিস্তারিত আলোচনায় আমরা নজরুলকে নতুন করে জানতে বুঝতে পারলাম। সঞ্চালক রায় চৌধুরী শ্রী ভট্টাচার্যকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে "প্রবীণবার্তা"-র জন্য এর লিখিতরূপ দিতে অনুরোধ করেন।

এরপর বাঁশদ্রোনী ক্লিনিকের ডাঃ কৃষ্ণার্জুন মুখার্জি সর্বহারা কাব্যগ্রন্থের "আমার কৈফিয়ৎ" কবিতাটি আবেগ দীপ্ত কণ্ঠে পাঠ করে শোনান। এরপর আমাদের সহসভাপতি, শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য ব্যক্তি নজরুলকে শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন নজরুল শব্দের অর্থ প্রিয় ফুল। কিন্তু তাঁর জীবন ছিল চরম দুঃখের, যেন জমাট বাঁধা বরফ-বেদনা। দ্বিতীয় বিবাহের কারণে পরমপ্রিয় মায়ের মুখদর্শন করেন নি। হিন্দু প্রমীলাকে বিবাহের দোষে কলকাতায় কোনো বাড়িভাড়া পাননি। সুদূর কৃষ্ণনগর থেকে

যাতায়াত করতে হতো। তৎকালীন হিন্দুদের অনেকেই তাকে আপন করে নেন নি। পক্ষান্তরে গোঁড়া মুসলমানদের কাছে তিনি ছিলেন কাফের। চরম দারিদ্রের মধ্যে অনেকটা সময় কাটাতে হয়েছে। সমস্ত পুস্তকের কপিরাইট স্বল্পমূল্যে প্রকাশকদের বিক্রি করে দিতে হয়েছিল। এখনও কোটি কোটি টাকার রয়্যালটি তাঁর বংশধরদের অপ্রাপ্য। দীর্ঘ ৭৫ বছরের মধ্যে ৩৫ বছর কবিকে নীরবে কাটাতে হয়েছিল। এমনকি মৃত্যুর পরও প্রিয় স্ত্রী প্রমীলার পাশে চুরুলিয়ায় তাঁর জায়গা হয়নি। এত দুঃখ, কষ্ট, বেদনার মধ্যে তার জীবনবোধ ছিল অসাধারণ। তিনিই প্রথম সৈন্যশিবির, করাচিতে, বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্য উদ্‌যাপন করেন। শ্রী রামরমণবাবুর অসাধারণ বাগ্মিতায় বিদ্রোহী কবি নজরুল, দুঃখী নজরুল আমাদের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠল। আমরা ঋদ্ধ হলাম।

এরপর আমন্ত্রিত শিল্পী শ্রীমতী শিখা রায়চৌধুরী চন্দ্রবিন্দু কাব্যগ্রন্থ থেকে "দে গরুর গা ধুইয়ে" কবিতাটি আবৃত্তি করেন। বলিষ্ঠ কণ্ঠে তীব্র ব্যঙ্গের কষাঘাতে যেন তিনি আমাদের জাগিয়ে তুললেন। সর্বশেষ শিল্পী ছিলেন আমাদের সভ্যা শ্রীমতী পুতুল মৈত্র। তিনি একগুচ্ছ কবিতার মাধ্যমে নজরুলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তাঁর গাওয়া অন্তর ন্যাশনাল সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী।

-ঃ প্রবীণ নিগ্রহ ঃ-

অশোক রঞ্জন ধর

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র সমাজের দুর্বলতর অংশ নিগ্রহ হয়ে আসছে। যার মধ্যে পড়ে শিশু, নারী, ও প্রবীণ। এদের মধ্যে আবার প্রবীণরা বেশী নিগৃহীত হয়।

"Action of Elder Abuse" প্রবীণ নিগ্রহের একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করে এবং পরে International Network for the Prevention of Elder Abuse সেটি গ্রহণ করে। সংজ্ঞাটি হলো "একবার বা বারবার যেমন নির্যাতন তখন যথাযথ ব্যবহারে (আচরণে) ঘাটতি, যা ঘটে থাকে কোন পরস্পর আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে যেখানে আস্থা বা বিশ্বাসের প্রত্যাশা জড়িত রয়েছে যা বয়স্ক মানুষের ক্ষতি বা দুর্দশার কারণ ঘটায়।

নিগ্রহকারীরা অধিকাংশই প্রবীণ মানুষটির খুব কাছের মানুষ এবং প্রিয়জন হয়। যেমন

১) জীবন সঙ্গী / সঙ্গিনী, ২) পুত্র-পুত্রবধূ, ৩) কন্যা-জামাতা, ৪) নাতি ও নাতনী, ৫) অবশ্যই কিছু আত্মীয়। নিগ্রহের ধরণ — (১) শারীরিক, (২) মানসিক (৩) আর্থিক (৪) উপেক্ষা, (৫) যৌন।

প্রবীণ নিগ্রহের যে কারণ গুলি পাই তা হলো — (১) দারিদ্র (২) সম্পত্তি হস্তান্তরে অনিচ্ছা, (৩) একগুয়েমি / রুক্ষ আচরণ, (৪) নির্ভরশীলতা (৫) অক্ষমতা ও অসুস্থতা (৬) অন্যান্য অবস্থার চাপ।

তবে আর্থিক অসচ্ছলতা ও অসুস্থতার জন্য নির্ভরশীলতা নিগ্রহের অন্যতম কারণ।

W.H.O.এর পরিসংখ্যান বলছে পৃথিবীতে ৪-৬ শতাংশ প্রবীণ কোন না কোন আকারে নিগৃহীত হয়, যদিও নিগৃহীতের একটা বিরাট অংশই unreported (অপ্রকাশ্য) থাকে। প্রবীণদের প্রতি এই নিগ্রহ/অবমাননা রোধ করতে এবং জনমানসে সচেতনতা গড়ে তুলতে International for the Prevention of Elder Abuse ও সম্মিলিত জাতি পুঞ্জের অন্তর্গত World Helath Organization ২০০৬ সালে ১৫ জুনকে World Elder Abuse Awareness Day (WE AAD) "বিশ্ব প্রবীণ নিগ্রহ প্রতিকার সচেতনতা দিবস" রূপে চিহ্নিত করেছে।

আমাদের সমবেত প্রচেষ্টা হবে জীবনের সায়াহ্নে উপস্থিত প্রবীণদের অবশিষ্ট জীবনটা সুন্দর করে তোলা

যাতে তাঁরা হাসিমুখে ও মর্য্যাদার সাথে এই সুন্দর পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারেন।

রুদ্র শঙ্খ

মৃণাল দত্ত

বৈশাখের রবীন্দ্র বন্দনার শেষ প্রহরে
রাজপথে কৃষ্ণচূড়ার শুকনো পাপড়ি
চারিদিকে উত্তপ্ত বাতাস
পূবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে
উন্নয়ন দাঁড়িয়ে থাকে
নীল সাদা আলখাল্লা গায়। তার
গান্ধী টুপিতে নীল সাদা পালক।
উনিশ শতকের শৃঙ্খলিত দেশে
উন্নয়ন দাঁড়িয়ে থাকতো লালটুপি মাথায়
পুঁজির নিশ্ছিদ্র পাহারায়
হিংস্র চাবুক হাতে।
পরাধীনতা মুক্ত স্বদেশে একুশ শতকে
উন্নয়নের প্রবল প্রতাপ গৃহের অন্দরে,
খাবার পাত্রে, বিছানার ঘেরাটোপে,
বাথরুমে, কাঁচা শৌচালয়ে,
নিদ্রিত স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে।
তার চিৎকৃত বিজ্ঞাপনী আগুন
পুড়িয়ে মেরেছে বুধাখালির দেবু-উষাকে।
বৈশাখী প্রভাতে জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রছায়ায়
রবীন্দ্র-নজরুল পরাধীন দেশে শুনিয়েছেন
স্বদেশ সঙ্গীত। এবার তাহলে চক্রী প্রহরে
স্বাধীন স্বদেশের মাটিতে
আমরা বাজাই রুদ্র শঙ্খ

সম্পাদকীয়

প্রিয় বন্ধু ও সহযোগী সাথীরা পরিবার পরিজন সহ সকলকে পবিত্র ঈদের প্রীতি, ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানাই। আশা করি সবাই কুশলে আছেন।

প্রবীনদের প্রতি বিভিন্ন ধরণের নির্যাতনের সংবাদ প্রায় প্রতিদিনই পাওয়া যায়। এঁরা হচ্ছেন সহজ শিকার - প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে অক্ষম ও অসমার্থ। প্রবীণ নিগ্রহ বন্ধ করতে তাদের অবমাননা, উপেক্ষা, তাচ্ছিল্য থেকে বাঁচাতে জন মানসে সুচেতনা জাগাতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ১৫ জুন দিনটিকে চিহ্নিত করেছে "বিশ্ব প্রবীণ নিগ্রহ প্রতিকার সচেতনতা দিবস (World Elder Abuse Awareness Day) হিসাবে। ১ অক্টোবর 'বিশ্ব প্রবীণ দিবস' রূপে ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও আরও একটি 'দিবস' প্রবীণদের কল্যানার্থে ঘোষিত হওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। পরিবারের প্রতিটি সদস্যের বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা প্রয়োজন- কারণ দেখা গেছে কাছের মানুষ দ্বারাই প্রবীণরা নিগৃহীত হন বেশী। প্রশাসনকেও এই বিষয়ে এগিয়ে আসতে হবে এবং করণীয় কাজগুলি তরান্বিত করতে হবে, যেমন - বহুপ্রতিক্ষিত "প্রবীণ রাজ্য নীতি গ্রহণ, সুলভ চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা, সকলের জন্য পেনশন ইত্যাদি। সবার উদ্দেশ্য হতে হবে প্রবীণদের এক নিরুদ্বেগ সুন্দর জীবন দেওয়া। তারা যেন শেষ সময়ে বলতে পারেন "মরিতে চাহিনা আমি এই সুন্দর ভূবনে" আসুন না নবীন-প্রবীণ সবাই একত্রে এই বিষয়ে উদ্যোগী হই।

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700 026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- bethune.geriatrics@gmail.com.Website : bethunegeriatrics.in